থাবা শক্ত হয়

গৌতম দাশগুপ্ত

দিল্লি হাটার্স
C-489, Sarita Vihar
New Delhi-110076

THABA SAKTA HAY
A Collection of Bengali Poems
by
GOUTAM DASGUPTA

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
দিল্লি হাটার্স

মুদ্রক
মুদ্রণ গ্রাফিক্স। ২৪ রাজা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সঞ্জীব চৌধুরী

মূল্য : ৩০ টাকা

উৎসর্গ

দিলীপকে

সুস্বাস্থ্যের জন্য

শর্করা আঁশের বালুচরী
চুয়াত্তর-এর পল্লীর
ভাতের প্রতিমা
লবণহীন দেয়াল
মিষ্টিহীন ছাদ
গেটের দুদিকে
ডামবেল বারবেল
বহমান জলে
ডাক্তার আবেগ
ভিটামিনকে রুখে দ্যায়।

হাইফেন শনিচিঠি

সন্দিগ্ধ টর্চ বৃষ্টি
হঠকারী ছাতা
রক্তবীজ চাঁদপানা
শার্দুল হাঁসুয়া
হৃদরোগ চর্বির হংকিং
চারে গরু দুয়ে মুরগী
ভাসমান তেল
স্বদেশী সেজদা
সিলাইনাথের হাইফেন
শনিচিঠি ভাঙে
জোড়াব্রিজের কদবেল।

থাবা শক্ত হয়

শান্টিং-এর শব্দ
কথা মুখ নামায়
রাত জানান দ্যায়
কফি আর রিফিলের
যুগলবন্দী শুরু হোক্
কার জন্য ভাবছেন
কাল পরশুই ঠিক
এসে যাবে ফোন
একটা আকর্ষণ থাকে
ফন্‌ফনে চারার মতো
থাবা শক্ত হয় ডায়ালের
পুজো আসছে
আসছে স্ট্যামপেড।

গাছকে শাসায়

মাঠে গ্যালো ঘুড়ি
গাছ তাকে চোখ মারে,
তুমি চোখ মারো
এই আমি উড়লাম
ঘোরে থাকে গাছ
সে দ্যাখে পেণ্ডুলাম
ঘোরে থাকে গাছ
মুখোমুখি মাতাহারি
গাছকে শাসায়
উপরে তাকিয়ে দ্যাখো
কাটা ঘুড়ি নামে
বারুদগন্ধ নারী।

মাসুম সময়

সকালের থেকে সন্ধ্যায়
গড়িয়ে যায় ধুলোমাখা রোদ
গড়িয়ে যায় পরাধীন টায়ার
গড়িয়ে যায় লেন্স নাব্যতায়

এভাবেই ফেরায় ত্রিযামা
উঠে আসে মুঠো আলগা চাঁদ
খোঁপা খুলে পালায় জোনাকী
কৃষ্ণগহ্বরে কংস ঢোকে

যা কিছু রোদের কাছে পাওয়া
যা কিছু ছলের মতো জলে
তরঙ্গে বেঁধেছে সবকিছু
মাসুম সময় কথা বলে।

স্নান করি

রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্নানঘরে দুধ
কল্পনাকে চেটে নিল মধু
বাথটবে ওয়েল মিউজিক
বাথরুম বিউটি বুটিক

ময়েশ্চার কোশেন্ট ধরে রাখা
টানটান ক্লিয়োপেট্রা ত্বক
প্রণালী খুলল ভিক্টোরিয়া
হরিদ্রাকে নিয়ে স্নান করি।

নিচে আর্সেনিক

দক্ষিণ চল্লিশ পোড়া জুন
শুক্রবার প্রবাহ বাঁকুড়া
শনিবার পারদ কোলকাতা
ব্রিক দিল্লি ঠান্ডা কুল কুল

টলিউড ল্যাপটপ খোলে
অশালীন কালাহান্ডি লাউ
মুড়মুড়ে কবিতার ক্যাম্প
সাগরের স্বাদ নিমতিতা

বাসন্তীর দুর্মর থানায়
লুঠ হয় ঘুমের ওষুধ
কবিতার উপরে কালোজল
কবিতার নিয়ে আর্সেনিক।

কৃষ্ণ নুন

একটা ফুলকপি আদাবাটা
ভেপে নিন সুয়েজের তেল
যখন কড়াই কথা বলে
বাস্তু বলে চুটকী পরে নিন

তেলে মশলা নারকোলের দুধ
রামীর উঠোনে চণ্ডীক্ষুর
গর্‌মালে ফোড়ন ঢালুন
রাধা খেয়ে ফ্যালে কৃষ্ণ নুন।

শাঁখের দম্‌কল

একটা চনমনে আনন্দ
কোলেস্টরল চিরে
কোঙ্কন গিরিখাতে
ভেজা ভেজা ট্রেনের উল্লাস
উচ্ছ্বাস হাফকোটে প্রাণ
শুইয়ে দিল ডাক্তারকে
কেঠো হারেম ভেঙে
বেরিয়ে এলেন ডাঁটো রাণী
প্লেটের মোটা মাখন ছেতরে
লাফিয়ে উঠল লালজ্যাম
রক্ততিলক টেনে
শাঁখের দমকল।

হাঙ্গামা

দোকানে বিজ্ঞাপন বেডরুম মহিলা
বাথরুম ফার্নিশ করা অ্যাটাচড্ ভাড়াটে
বোম্বে থেকে দারুবালা হেমেন তৈরি
বাই উনুন অমিল ডিম ফ্রিজে
মাইনে বাড়ে সিরিনবাই দেশী
মানেষজির বাড়িতে অক্ষর আই মাই
সংসারে বুঝলুম শিখলুম হাঙ্গামা
দোল্ দোল্ চামচের হ্যাংলা পাজামা।

এখন

প্রতিজ্ঞা শপথের রোজ ব্যায়াম
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখার টীপ্‌স
কনিফেরাসে খৈয়াম
জলখাবারের বিপাক ক্রিয়ায়
ক্যালোরিকে জ্বালিয়ে জলজিরা
স্ন্যাকের নেশায়
ফলের নেশায়
সিঙ্গারার নেশায়
মেশে পলাশ লেডিগাগা
এখন লিফ্‌ট নেবেন
না সিঁড়ি নেবেন
সেটা এন-ডি-টি-ভি-র হ্যাপা।

চা খাও

চুলের ময়েশ্চারে চট্‌পটে ইস্তাম্বুল
হুড্রুখাম তাইথন খাম দুহাতে সরিয়ে
পেরিয়ে আসে মোরাদাবাদী তেল
গ্রীষ্মে চুলকে পড়ান মেঘদূত
ডগা ফাটার পর চপ খাওয়ানো
কোল গড়িয়ে নামে সিল্কিস্মিতা
কুন্তলীনি মুলতানী লেবু
চা খাও চা লাগাও মেহবুবা
তেরি পেয়ারি পেয়ারি চশমেবদ্দুর
আঁচড়াবেন না ভিজে পাভলোভা।

চোখের আলোয়

সন্ধ্যার দিকে চলে যাচ্ছে চোখ
চোখকে জড়িয়ে ধরছে কুয়াশা
হে নিরুপমা হা-এর ভেতর
গমগম করে তারামণ্ডল
বনস্পতি ফাটিয়ে ওঠে মা নিষাদ
ওঠে না বলা কথা
জলস্তম্ভের মতো উঠে আসে সংকল্প
কুয়াশাকে ফালা ফালা করে
সন্ধ্যা গান হয় চোখের আলোয়

সাঁতারে শ্যাম রায়

পাঁচটি ছিল জলবাহক
একটি ছিল কুয়ো
বাহকদের চিবিয়ে খরা
জলকে দ্যায় দুয়ো

তৃষ্ণা হাঁ কুয়োর কাছে
এলেন বনমালী
বাঁশির ফুঁয়ে ঢালেন জল
ভাসেন পাঞ্চালী

বাজুবন্ধ সারাসন্ধ্যে
পাঁচজনকে ভাবায়
এলডোরাডো চাটছে ওরা
সাঁতারে শ্যাম রায়

জরুরি কাজ

ক্লান্তিকর রান্নার অফিস
বিশ্রাম অনীহা বৌমা
চাপ দ্যায় পাস্তা কবিতা
চাপ দ্যায় চাঁদনীর কাঁটা
ভরসাই রিক্রিয়েশন
ভরসাই জাফরান জায়ফল
বৌমাকে মানান কৃত্তিকা।

মনে পড়ে

ঘরছাড়া গগনবিহারী মন পাখা
বিকেলের পপিক্ষেতে
ফরম্যাট ফ্রেঞ্চ কানেকশন
কচিদার উড়নতুবড়ি
শিখর ডলে ডলে শেখানো
খাকি চিনি যৌনতার মিশেল
টকি শো চপ ও বেলপয়েন্টে
ফড়েপুকুর টলমলে ভেনিস
সোদপুরী ক্রিস্টিন কিলার
ব্রহ্মানন্দ বাঘনখে
আজও দিল্লি সন্নিপাতিক।

ছবি

লোহার নাল জিন্‌স হান্টার
পায়ে পায়ে চিহড়লতা
পায়ে পায়ে অপ্রদাহ মেথি
ষাট কিমি শালের মৌচাক
কলগেট অ্যাকটিভ নিয়ে
ওয়াটার মনিটর শিবের বৌ
সূর্য হামা দ্যায় লুপুংগুটু
সূর্য হামা দ্যায় হিজলদিহা।

চলো যাই

বৃশ্চিকে সবুজ পরুন
কলিঙ্গ অশ্বত্থ কান্নাড়া চন্দন
খাদিমে মাড়িয়ে
হর ত্বং সংসারং
উর্বারুক হাওয়া
যুবতী অরণ্যভ্রমে
তিলজলা চোখ
স্তন্যপায়ী চাঁদ ওঠে
পিচ্ছিল মহুয়া।